বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

(প্রেম ও বৈরাগ্যমুলক নাটক)

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রণীত

অভিনব সংস্করণ

দশম প্রচার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্র

পুরুষ

বিল্বমঙ্গল	...	...	ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ যুবক
সাধক	...	...	ভণ্ড সাধু
ভিক্ষুক			
সোমগিরি	...	..	সন্ন্যাসী
বণিক			
রাখালবালক	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ

পুরোহিত, ভৃত্য, দারোয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ,
দারোগা, চৌকিদারগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

চিন্তামণি	...	...	বিল্বমঙ্গলের রক্ষিতা
থাক	...	...	চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটিয়া
পাগলিনী			
অহল্যা	...	...	বণিকের স্ত্রী

মঙ্গলা দাসী, জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

১২৯৩ সাল, ২০শে আষাঢ়, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

শিক্ষক	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সঙ্গীত-শিক্ষক	„ বেণীমাধব ঘোষাল
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	„ দাসুচরণ নিয়োগী

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

বিল্বমঙ্গল	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র
সাধক	„ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
ভিক্ষুক	„ অঘোরনাথ পাঠক
সোমগিরি	„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বণিক	„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
পুরোহিত	„ শ্যামাচরণ কুণ্ডু
দাওয়ান	„ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী
ভৃত্য	„ পরাণকৃষ্ণ শীল
শিষ্যগণ	" রামতারণ সান্যাল " শ্যামাচরণ কুণ্ডু " অবিনাশচন্দ্র দাস (রাঙা)
দারোগা	„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
চিন্তামণি	পরলোকগতা বিনোদিনী দাসী
থাক	„ ক্ষেত্রমণি দেবী
পাগলিনী	„ গঙ্গামণি দাসী
অহল্যা	„ বনবিহারিণী দাসী (ভুনি)
মঙ্গলা দাসী	„ কুসুমকুমারী (খোঁড়া)
জনৈক স্ত্রীলোক	„ প্রমদাসুন্দরী দেবী
রাখাল-বালক	„ পুঁটুরাণী

"গিরীশচন্দ্র" গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত তালিকা হইতে উপরোক্ত নাম সকল উদ্ধৃত হইল।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—এক দণ্ড বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল—এর তাৎপর্য্য ছিল। দেখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলাম, একবার একটা মিষ্টি কথা কইলে না—পেছন ফিরে শুয়ে রইল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন কচ্চিনি! যেমন না ব'লে চ'লে এসেছি, তেম্নি ব্যস্—আজ থেকে খতম্। যদি কখন দেখা হয়, দুটো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয়নি,—মিষ্টি-মুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত। ব'ল্লেই হ'ত,—'ভাই,—তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম্—ব্যস্।' যখন এসেছি, তখন আর যাচ্চিনি।

গান করিতে করিতে ভিক্ষুকের প্রবেশ

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে' যায়, কে জানে?
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁফিয়ে ওঠে, তুলিয়া দেখে ফাঁক,
কোথাও তর্‌তরে ধায় ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে॥

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে বাবা!

ভিক্ষুক। মশাই, কিছু দিন্ না।

বিল্ব। যা যা—দেক্ করিস্‌নি—কি রে কি? গানটা কি, "টেনে টেনে"?

ভিক্ষুক। আর মশাই—পেটে টান প'ড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন্ শোন্, আমায গানটা লিখে দে তো।

ভিক্ষুক। না, মশাই, পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়া না ব্যাটা, তোকে ভিক্ষে দেবো এখন।

ভিক্ষুক। না ঠাকুর, তোমার ভিক্ষের কাজ নেই; তোমার মিষ্টিমুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও, আমি একটা টাকা দোবো এখন।

ভিক্ষুক। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষুক। অ্যাঁ!—ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে না তো বাবা?

বিল্ব। না না, লিখে দাও।

ভিক্ষুক। এ বাবা আমার চোরাই গান নয় বাবা; রীতিমত সাক্‌রিদি ক'রে শেখা বাবা।

বিল্ব। আচ্ছা, কি গান বল্।

ভিক্ষুক। (সুরে) ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে—

বিল্ব। নে, নে—সুর রাখ্, গানটা বল্ ; এই কয়লা দে আমি লিখ্‌চি।

ভিক্ষুক। "ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।"

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেজায় দৌড়, ওঠ্ বোস করাচ্ছে ঃ—তার পর ?

ভিক্ষুক। "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে ?"

বিল্ব। আচ্ছা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারিস্ ? কি বলিস্, অ্যাঁ ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি ?

বিল্ব। তুই ব'ল্‌তে পাল্লিনি ? গলায় গামছা দিয়ে টানে।—আমি আর ভুল্‌চি নি।—বল্—বল্!

ভিক্ষুক। "কোথাও বিষম ঘূরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, দুনিয়া দেখে ফাঁক।"

বিল্ব। পাক ব'লে পাক ? দে চড়কীর পাক! তার পর, তার পর ?

ভিক্ষুক। "কোথাও তর্‌তরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান প'ড়েছে কি টানে!"—এই ত গান হ'ল ; কই মশাই, দাও।

বিল্ব। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই! শোন, হ'য়েছে কি ? কি ? ওঠ্ বোস্ ক'চ্চে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ ; দিন্।

বিল্ব। গলায় গামছা দে' নে যায় টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন্ না।

বিল্ব। দে চড়কীর পাক ;—উঁহু,—গানটা ঠিক হ'চ্চে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ওই!

বিল্ব। হ্যাঁ রে, তুই কখনও পিরীতের টানে প'ড়েছিস্ ?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নেই ; আপনি যে শুনেছেন, হাত টান,

—সে গেরোর ফেরে হ'য়েছিল ; সেই অবধি নেশাটা ভাঙটা কদাচ কথন করি ; পেলুম কল্লুম, নইলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ ক'ত্তে পারবি ?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে আমায় দিন, আমি কাজ পারব না ; আমি এম্নি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে, (টাকা দেওয়া) শোন্ না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর্ না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে' সন্ধান নিই ; বেটীর মন একটু ধক্‌পক্ ক'ত্তেই হবে, ব'লে পাঠাই,—"মনে ক'রেছ, সে আবার আসবে, সে দফায় কচু!" (প্রকাশ্যে) শোন্ বলি—ঐ বাড়ীতে যা ; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে ; সে কি কচ্চে, দেখে আয় ; আর বলিস্—"বাছা, মনে ক'রেছ সে আসবে—সে আর আসচে না।"

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন্ বাড়ী ?

বিল্ব। ওই—ওই বাড়ী। দেখ্‌তে এমন কি ? চিম্‌ড়ে ছুঁড়ীপানা ; তবে আমার নজরে প'ড়েছিল, তাই। আর ঐ গানটা শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্‌ব ? যে, মশাই আস্‌চে।

বিল্ব। না না ; ব'ল্‌বি যে, শর্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি বুঝেছি ; আমি জানি। বেমোগ চক্রবর্ত্তী আমায় পাঠাত—রাগ টাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি ; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি—কি ক'চ্চে, কে আছে, সব ; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ, তা কি দিই ?—আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। দেখ্, দেখ্, দেখ্—ওই যে মাগী আসছে ওই মিন্সেটার সঙ্গে,

ওইটে চিন্তামণির বাড়ীতে থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস্ করে ত কিছু বলিস্নি। আমি ওই বটতলায় আছি।

প্রস্থান

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ ক'ত্তে কি নারাজ? এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

সাধক ও থাকর প্রবেশ

সাধক। দেখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন ক'ত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি। একি যে সে প্রেম?—রাধাকৃষ্ণের প্রেম!

থাক। আমি প্রেমের কি জানি বল? তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; ব'লেছে—"পুরুষ পরেশ।" তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা!—দেখ, রাধিকা—মামী, কৃষ্ণ—ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রযেছ, নইলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনাতুম। আমার মনে বড় সাধ, তোমায় অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আ'সবেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভালবাসি; তবে কি জান? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ও মা, কই?

সাধক। কি কই?

থাক। এই বাড়ীওলা মেসোকে ডা'ক্‌তে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্সে এইখানেই ব'সেছিল।

সাধক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আসব যেন বড় গোল

থাকে না; আমি তিনটি টোকা দিয়ে ডাকব। পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি দেখে।

থাক। তা আস্‌বেন, ভুলবেন না।

সাধকের প্রস্থান

ভিক্ষুকের পুনঃ প্রবেশ

ভিক্ষুক। ওগো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে?

ভিক্ষুক। কে রে, এখন ব'ল্‌চিনি; চল, শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর্ মুখপোড়া! তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই।

ভিক্ষুক। তা দাও না, আমার চৌদ্দপুরুষের মুখে দাও না; কিন্তু আমি কথায় ভোলবার নয়; চল এখন, তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল! মড়া পাগল না কি?

ভিক্ষুক। নাও, নাও, দেরী হয়ে যাচ্চে; আবার আমায় খবর দিতে হবে, তিনি যার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে, কে? বল্‌ ত, বাড়ীওলা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্ষুক। হুঁ, এখানে ভাঙি? চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর্ মিন্সে! ন্যাকরা করিস্ না কি?

ভিক্ষুক। ন্যাকরা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে ব'ল্‌ব।

থাক। বল্‌ না, বল্‌ না; এইখানে একটী বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

ভিক্ষুক। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টেরটা পাবে। আমি কি যার তার কাছে বলি?

থাক। (স্বগত) মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে

দেখিয়া) এই দেখ, মাসীর আর বাপু তর নেই, আপনিই আস্‌চে। আমি কি আর খুঁজতে কসুর ক'চ্চি ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ওই ত চিম্‌ড়ে চিম্‌ড়ে গড়ন ; এ বেটীও মাসী ব'ল্‌চে। পেটের কথা শীগ্‌গির বার কচ্চি নি ; একটু দেখি।

চিন্তামণির প্রবেশ

থাক। বলি, হ্যাঁ গা মাসি। তোমার একটু তর্ সয় না ? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে এলে ? লোকে কি ব'ল্‌বে বল ত !

চিন্তা। আর বলুক গে, বাছা ! আমার আর সয় না ! ডুবটা দিয়ে আসি !

থাক। বলি, কই ? এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না ! বাছা, পরের ছেলে—ছুটো মিষ্টি না ব'ল্লে থাকবে কেন ?

চিন্তা। আমি আর কি ব'লেছি ? তুই বাড়ী ছিলিনি, আমি খেতে ব'সেছিলুম ; তাই দোর খুল্‌তে দেরি। এই সমস্ত রাত্ত গজ-গজানি। ভাল ক'রে কথা কবে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোর বেলায় দেখি ডা'কৃচে ; আমি আর সাড়া দিলুম না। এই টর্‌টরিয়ে একেবারে সিঁড়িতে ! আমার বাছা রাগ হ'যে গেল ; দু'বার তিনবার ফিরে এল ; আর কথা কইলুম না।

ভিক্ষুক। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন ; ঐ ঠাকুরটি যে এখানে বসেছিল ?

থাক। কি তা ?

ভিক্ষুক। (চিন্তামণির প্রতি) শোন—(থাকর প্রতি) তোমায় না—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন, মনে ক'রেছ বাছা, যে, সে আস্‌বে, সে আর আসচে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল ?

ভিক্ষুক। চল, আগে তোমার বাড়ী যাই, কি ক'চ্চ দেখ্‌ব, কি দে' ভাত খা'চ্চ দেখ্‌ব, কি ব'লচ শুন্‌ব ; তবে বটতলায় গে' খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চ'লে।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে অবস্থান

চিন্তা। ওলো থাকি, দেখ্; পেছনের ঐ ঝোপের ভেতর এসে মড়া লুকুচ্ছে।

অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া ভিক্ষুকের গীত

সিন্ধু (মিশ্র)—খেম্‌টা

ব'সে ছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না কুটে থামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে.
আহা ! পগার পারে বঁধু যেত এগোনে ॥

বিল্ব। (স্বগত) দেখ. বেটীর মনে একটুও দুঃখ নাই, হা'স্‌ছে! (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি এ পারে কাঠ কিন্‌তে এসেছিলুম, দেখা হ'ল তা' একটা কথা ব'লে যাই—"যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশন্না।"

চিন্তা। কেনরে মড়া ! কাঠ কিন্‌তে কেন? তোর চিতা সাজাবি না কি?

বিল্ব। দেখ. একটা কথা বলি; মনে করেছিলুম যে, তুমি ভদ্দর. তা নয়, তুমি ভারি ছোট লোক।

চিন্তা। আব তুমি খুব ভদ্দর লোক—আচবণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওলা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত—ও ছোটলোক বেটীর কথার উত্তর দিও না। হ্যা দেখ মাসি, মাসী হও, আর যা হও বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।

বিল্ব। দেখ থাক, আমি আর আস্‌ছিনি; তবে মনের দুঃখ একদিন তোমার কাছে গোটা কতক ব'লে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি ব'লেছি? থাক বাড়ী ছিল না, আমি থেতে

ব'সেছিলুম, তাইতে দোর খুলে দেবার দেরি হ'ল! তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ প'ড়লো না! তা ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বই কি। আমি কিন্তু তোমায় ব'লেছিলুম, গোড়ার কথা মনে ক'রে দেখ।

থাক। দেখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি ; তোমার বাপু আর ভাল দেখায় না, মেয়েমানুষটা যখন রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল! আমি নাইতে এসেছি। তুই বলিস্ থাকি, আচরণ দেখলি! সকাল থেকে এখানে ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল—কোথা গেল ; তা একবার দেখাটি দিলে না!

থাক। এটি মেসো, তোমার অন্যায় হ'য়েছে, মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয় ; বলে—"দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা।"

বিল্ব। দেখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রইল।

চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্‌নি ; চল্, বাড়ী চল্।

বিল্ব। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ ; বেলা হয়ে গিয়েছে!

চিন্তা। হ্যাঁ, হাঁ ; তবে আর দেরি করিস্‌নি যা ; বলে যা—রাগ নেই।

বিল্ব। না, রাগ কিসের ?

চিন্তা। দেখ্ বেলা হ'ল ; বল্ রাগ নেই, নইলে ছেড়ে দোব না।

বিল্ব। না।

চিন্তা। তা চল্, আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধেবেলা আস্‌বি ত ? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই ?

বিল্ব। না, আজ আর আস্‌ছি নি, নদী পেরুতে নেই ত, আস্‌ব কেমন ক'রে ?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকাল বেলা একবার আসিস, মাথা খাস্।

বিল্ব। সকালে কি আসা হয় ?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস্‌ লা থাকি তোর ভদ্দরলোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাব না, কাল সকালে আ'স্‌তে ব'ল্‌চি; বলে— "সকালবেলা কি আসা হয়?"—আর ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে—যখন যা হয় ব'লে ফেল্লুম।

বিল্ব। সকালে কি ক'রে আসি? এ কি রাগের কথা? কাজ-কর্ম্ম নেই?

চিন্তা। দেখ্‌, মাথা খাস্‌, সকালে আসিস্‌।

বিল্ব। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়, দুপুর বেলায় তা নইলে তোর বাড়ীতে গে হাজির হব।

বিল্ব। ঠিক কি ক'রে ব'লব?

প্রস্থান

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে ব'লেছিলে?

পশ্চাতে প্রস্থান

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়ে নি। বাড়ী নে গেলে না কেন?

চিন্তা। না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা! কাছ থেকে নড়্‌তে দেবে না; সমস্ত রাতটে ভ্যান্‌ ভ্যান্‌! মাথামুণ্ড নেই—খালি, "ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি! আরে, ভালবাসিস্‌ ত আমার কি মাথা কিনিছিস্‌?—ওই দেখ্‌, আবার আস্‌চে।

বিল্বমঙ্গলের পুনঃপ্রবেশ

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আ'স্‌তে পা'র্‌ব না, আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্‌লি, শুন্‌লি? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি?

বিল্ব। তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ

টিয়ে পাখীটাকে দু'টী ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর এক দিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দোব না; ঘাড়টা মুচড়ে মেরে রা'খ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার, তাই ব'ল্‌চি। (প্রস্থান করিতে ক'রিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর যদি শীস্‌ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না; কখন্‌ শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে? কখন্‌ খাওয়া-দাওয়া ক'র্‌বে? বেলা কি আর হয় না?

বিল্ব। যাচ্চি, (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ নেড়াটাকে দু'টি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না, আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আস্‌বে ত?

বিল্ব। দেখি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন্‌?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্ছি—শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্যাল। কলির লোক জান ত?—যে ধর্ম্মভীত হয়, তারই বিপদ। আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, কাশীধামে গমন ক'ল্লেম, তথায় ভাগ্যক্রমে আমা

গুরুর দর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি—তিনি বারো বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তা ত'বিল ভেঙ্গেছিলে, ফাঁড়িদার ধ'ল্লে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জ্জনেরা এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্ষুক। বলি, যা হোক ফাঁড়িদার কিছু বলেনি?

সাধক। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয়নি।

ভিক্ষুক। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়েছিলুম আমায় টেনে বা'র কল্লে।

সাধক। তারপর শোন। এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম। এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই কত্তে হবে, তাই ভাব্‌চি—তোমায় আমি চেলা ক'র্‌ব। তুমিও দেখচি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চা'চ্চি।

ভিক্ষুক। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি জান, সকলের বরাত সমান নয়!—আর ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙটা কর্ত্তে শিখে একটু হাত-টান হ'য়ে প'ড়ল; একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম, তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাট ছিল, যে দিন জটা ঘ'ষে দিতে ব'লত, সে দিন বার ক'রে রাখত। গাঁজা টাজা চ'লত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'ল না—বাটখানা নিয়ে স'র্‌লুম।

সাধক। আহা! তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য!

ভিক্ষুক। তা' কাজ তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে সবই জানি। কিন্তু একটা প্যাঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে। শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটি সরাই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দেব, গেরুয়া প'রে থাকবে, ছাই মেখে থাকবে।

ভিক্ষুক। বলি, সে সব ত ছিল ; পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেচি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই ; আমি অন্তর্দ্ধান-বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব।

ভিক্ষুক। ব'ল্‌চি যে, তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ ; জান না, কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাক্‌লে ধরে !

সাধক। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, এ ফন্ একরকম মন্দ নয় ; চ'ল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত ? না, কথা কইবে না ?

সাধক। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষুক। ধুনি জ্বালাবে ?

সাধক। কখন কখন।

ভিক্ষুক। তোমার ভৈরবী থাক্‌বে ?

সাধক। খুব গোপনে।

ভিক্ষুক। লোককে কি ব'ল্‌ব, যে, টাকা-কড়ি দাও ? না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে,—কি বল ?

সাধক। সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে ; যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতরে দিয়ে যাবে।

ভিক্ষুক। হুঁ, বুঝেছি ; এখন কোথায় আস্তানা ক'রবে ?

সাধক। একটা শিবের মন্দির-টন্দির দেখে নেওয়া যাবে ?

ভিক্ষুক। এখন কি রকম বখ্‌রা, বল ?

সাধক। দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে প'র্‌তে—স্ত্রী, একটি ছেলে, আর মা ঠাকুরুণ। তা গোটা পনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ বাদে—দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষুক। কি, দশ আনা তোমার ছ' আনা আমার ?

সাধক। হুঁ।

ভিক্ষুক। তুমি সাধুগিরি জান না। বাড়ীফাড়ী বুঝিনি ; চেলার সঙ্গে আধাআধি বখ্‌রা।

সাধক। দেখ, ওতে আটকাবে না। তোমায় আমি শিষ্য ক'র্‌ব ; গুরুসেবার জন্য যা দিতে হয়, দিও।

ভিক্ষুক। এ কথা ভাল।

সাধক। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও বিশেষ কাজ আছে !

সাধক। একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধক। কি, নদীপার ?

ভিক্ষুক। নদীপার।

সাধক। আজ কাজ সার্‌তে পার, ভাল ; না হ'লে কা'ল থেকে চেলা হবে।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

কাফি (মিশ্র)—একতালা

পাগ—
ওমা কেমন মা কে জানে !
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত বাজে না মা তোর প্রাণে ?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর, লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাক' একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে।

সাধক। আহা আহা ! বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা ?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তোমার বে' হয়েছে।

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

গীত

গৌরী—একতালা

পাগ— আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা।

আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥

বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢ'লে,

শ্যামার এলোকেশ দোলে;

রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর রাজে, ওই নূপুর বাজে শোন না॥

পাগলিনীর প্রস্থান

সাধক। দেখ, দেখ, এ পাগলিটাকে হাত কর; ও বেড়ে গায়!

ভিক্ষুক। ব্যবসাটা শীগ্‌গির জম্‌বে।

সাধক। তোমার ভৈরবী কত্তে পার ত ভাল।

ভিক্ষুক। বটে? ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিল্বমঙ্গলের বাটীর কক্ষ, সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন

বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও। সন্ধ্যে হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়বার ধূম!

পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্ব্বনাশটা কল্লি! এম্নি ত্র'টি যজমান

হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চ'ল্‌বে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস র'য়েছে।

বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দেখ্, অমন করিস্ ত লোকে তোকে জাতঃপাত ক'র্‌বে।

বিল্ব। যাও যাও, এখন তোমার কাজে যাও।—ওরে ভোলা!

ভোলার প্রবেশ

এই পুরুৎঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আয়; আর মথুর ঠাকুরকে এইদিকে আস্‌তে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন কর্‌বেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চেঙারি খাবার এইখানে রেখে যাক্। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুন্‌চি—রাধেকৃষ্ণ!

প্রস্থান

বিল্ব। দেখ্ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল জিনিস সব তুলে আনবি—পাঁচখানা চেঙারি।

ভোলার প্রস্থান

ধর না—চিন্তামণি, থাক,—দুই; থাকর মাসী আছে শুনিচি, এই ধর—তিন। চিন্তামণির আর একখানা ধর—চার; ও তিনখানাই ধর—পাঁচ। আমি এখন আর খাব না, দেরি প'ড়ে যাবে; চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস্! এই সা'র্‌লে! পশ্চিমে মেঘখানা বড় উঠেচে—উঃ, বেজায় ঝড়!

ভোলার পুনঃ প্রবেশ

ভোলা। ওগো বামুনদের পাতা উড়ে গেল।

বিল্ব। তা যাক্, তুই পাঁচ চ্যাংড়া খাবার এনে এইখানে রাখ্ না, একটা

লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস্। আমি নৌকা দেখতে চ'ল্লেম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, বলিস্—আমার বড় জ্বর। (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল! আবার দাওয়ান ব্যাটা এল।

দাওয়ানের প্রবেশ

দাও। (স্বগত) ঘরের ভেতর সব পাত ক'রে দিই; মুষলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত করগে যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক। পরশু আমার একশ' টাকা চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখতে চাও; বুঝেছ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা, যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত করিগে।

বিল্ব। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন কত্তে হবে না।

প্রস্থান

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি, কিন্তু এ সময়ে না বেরুলে নৌকা ঠিক ক'ত্তে পা'র্ব্ব না। যা ভাড়া লাগে, পার হ'তেই হবে।

প্রস্থান

ভোলা। এই যে সিন্দুকের চাবি ভুলে গিয়েছে! মাইনে যত পাব, তা ত বুঝ্‌তে পেরেছি; আজ যা পাই, তাই নিয়ে সট্‌কাই।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর—শ্মশান

ঝোপের পার্শে চিতা জ্বালাইয়া পাগলিনী উপবিষ্টা

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। দেখি, আর দু' ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে। একখানা কি জেলেডিঙ্গিও বাঁধা থাকতে নেই! একখানা ভেলা টেলা, কাঠ টাট্—কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি! রাগ করে এসেচি; ব'লে এসেচি আ'স্‌ব না;—চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে! আহা প্রাণেশ্বরি! আমরা দুজনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী—মাঝে এই প্রবল নদী।—এ ঝোপটার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো, এ বৃষ্টিতে চিতের আগুন নেবে না! কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চ'লেছে! আমার যে প্রাণ যায়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ ক'চ্চে! প্রাণ, তোকে আমি তুচ্ছ কর্ত্তুম, কিন্তু চিন্তামণিকে যে দেখতে পাব না। উঃ! কি করি? তার প্রাণও এমনি হ'চ্ছে; স্ত্রীলোক—কি করবে? নইলে নদী পার হয়ে এসে, আমার গলা ধরে কেঁদে আমায় তিরস্কার ক'ত্ত। চিন্তামণি আমাব, আমি চিন্তামণির; আমার প্রাণ নয়, চিন্তামণির প্রাণ—সে যে আমায় ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে একখানা মোটা কাঠ এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি পেত্নী নাকি! পেত্নী বই কি; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে

খাবে! ওরা মনে ক'ল্লে পার ক'রে দিতে পারে; বলি, এয়েও প্রাণ গেছে, অয়েও প্রাণ গেছে! (পাগলিনীর প্রতি) ওগো, তোমার আমি ষোড়শোপচারে পূজা দোব, তুমি যদি আমায় পার ক'রে দাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিন্তামণির জন্ত আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

পাগ। (বেগে দণ্ডায়মান হইয়া)

কই, সই, কই চিন্তামণি?
বল,
কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে,—
সে তো নাই লো এখানে,
পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়,
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না!
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তা'তে বাদ কেবা সাধে?
কই—কই চিন্তামণি!

বিল্ব। (স্বগত) এ কে! চিন্তামণিকে ডাকছে কেন? এ ত পেত্নী নয় পাগল বোধ হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) হাঁ গা, চিন্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার; নাম ধ'রেডাকিনি, ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়েমানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী

উলঙ্গিনী ধনী,

বরাভয়করা ভক্তমনোহরা

শবোপরে নাচে বামা।

কভু ধরে বাঁশী,

ব্রজবাসী বিভোর সে তানে!

কভু রজত-ভূধর—

দিগম্বর জটাজুট শিরে,

নৃত্য করে বব বম্ বলি' গালে।

কভু রাস-রসময়ী প্রেমের প্রতিম',

সে রূপের দিতে নারি সীমা ;—

প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,

কাঁদে বামা—

"কোথা বনমালী" ব'লে।

একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি ;

বিপরীত রতি,—

কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।

কভু একাকার,

নাহি আর কালের গমন ;

গাহি হিল্লোল কল্লোল,

স্থির—স্থির সমুদয় ;

নাহি—নাহি ফুরাইল বাক্ ;—

বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা সে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি

ক'র্‌ব? কেমন ক'রে যাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবে না। জলে ঝাঁপ দে' দেখেছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে' দেখেছি—আগুন নিভে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই তারে খুঁজি! মা! মা! কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো করে এস মা!

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার; দিক নির্ণয় করা দুষ্কর! সত্য কি প্রাণ যাবার নয়? ওহো, যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্‌তে পাব না। মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না; তরঙ্গ, তোমার ও কলকল নাদে ভয় করি না; দেহ, তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখতে পাব না, ঐ ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।—চিন্তামণি! চিন্তামণি!

পাগ।— গীত

কানাড়া (মিশ্র)—একতালা

সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী
পাগলে ক'রেছে পাগল তাইত ঘরে থাকিনি!
সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা ডাক্‌ছে কত না জানি!
ওই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার
ঘোর যামিনী একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি।

প্রস্থান

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌বো। চিন্তামণি! চিন্তামণি!!

জলে ঝম্প-প্রদান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—থাকর ঘরের দাওয়া

সাধক ও ভিক্ষুক

সাধক। বলি, তোমার এ বাড়ীতে কাজ ছিল কি ?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থাকতে নেই ? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবে না।

সাধক। বলি, তবু কি শুনি ?

ভিক্ষুক। ঠিকে কাজ। ঐ যে বাড়ীর গিন্নী আছেন, তাঁর মানুষটি আমায় ব'ল্লেন, "যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর রাখবি---কে আসে যায়।" দোরগোড়ায় ছিলুম ; ঝড়-ঝাপ্টায় ঘরে এসে ঢুকেছি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও ঠকে ;—বল্লুম, "বাবা বিদেশী অতিথ" ; তাই চিঁড়ে মুড়কি দই—ফলার করা'লে। কিন্তু শেষটা চিনে ফেল্লে,—বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে—সেই পোড়ারমুখো ; ঐ পোড়ারমুখো পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝাঁ্যাটা ঝাড়ছিল, বড় বড় বৃষ্টি দেখে "মা মা" শব্দ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম। এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখ্‌চি সারারাতটা মশা তাড়ালে, ব্যাপার-খানা কি ?

সাধক। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি দুটো কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই ; এই বাদলার দিন—ঐখানেই একটু মুড়ি দে' ঘুমোও। চেলাগিরি ত ? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে না না ; থাক এলে ব’ল যে আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ? দেখ, হেথা ক্ষুরের ধার ; গুরুগিরি চেলাগিরি চ’ল্‌বে না? তোমায় আ’স্‌তে ব’লেছিল, তা আমি শুনিচি—সেই, যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে একটু না চিন্‌লে আমার রীতের কথা খুল্‌তুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব’লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি?

ভিক্ষুক। দেখ, তুমি খুব সেজেচ গুজেচ বটে ; কিন্তু তুমি চার আনা বখ্‌রার যুগ্যি নও। বলি, আক্কেল নেই? সকাল বেলা গুরু-শিষ্যে দেখা নাই, আর রাতদুপুরে “গুরবে নমঃ”!

সাধক। তবে তুমি একটু স’রে যাও, আমি থাকর সাঙ্গ নিরিবিলি দুটো কথা কব।

ভিক্ষুক। ভোর বেলা ক’য়ো এখন। ভোর না হ’লে ত আর তার দেখা পা’চ্চ না,সে এখন ছাপরখাটে শুয়েছে ; রুদ্রাক্ষির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠবে! টাকার শব্দ কত্তে পাত্তে ত সে কথা ছিল। ব্যবসাটা জমিয়ে কিছু হাতে কর, তারপর এস।—দেখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়েছিলুম, ভয় হ’লো, বাবা! বেটী শ্মশান বাগে চ’লে গেল।

সাধক। আমার ভৈরবী কেন? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষুক। ও হরি! আমি তা বুঝতে পারি নি। তুমি আবার সৌখিন, সে ভৈরবী মনে ধ’চ্চে না ; তাই থাকমণির কাছে এসেচ! দেখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি ; (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী—ও ভৈরব! দেখ না, ব্রহ্মদত্যির মতন চ’লে আসচে! (মুড়ি দিয়া শয়ন)

থাকর প্রবেশ

থাক। (স্বগত) দু' পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে; তালা ভেঙ্গে ত সেঁদোয়নি? কে জানে চোর কি না! (প্রকাশ্যে) বলি, মহাশয় আছেন কি?

সাধক। (সুর করিয়া) হুঁ আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল! বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছা যান! (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ আসেনি ব'লে আট্‌কে রেখেছিল; আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হয়েছে, তামাক টামাক পাওনি, আর সন্ধ্যে থেকে ব'সে আছ; তা কি ক'র্‌ব বল? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দিই, তারপর পিঁড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক। বিশ্বাস দেখেছ? ঘরে ঢোকাবে না! দেখ, তুমি আমায় আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে দু'জনেরই গলা ধাক্কা!

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুখে আগুন! তামাক দু'ছিলিম এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধক। তা থাক্, তামাক থাক্; তুমি ব'স। দেখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা বল্লেন, ঐটি পাওয়া মুস্কিল। এই প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল—ও কুড়িও যার নাম, একুশও তার নাম—কুড়ি এখনও পোরে নি, এই চোৎ মাসে ঊনিশে প'ড়েছি—তা, কই, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধক। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে। তা দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পা'র্‌ব কি ?

সাধক। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধা-প্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুল্‌ব না।

সাধক। তবে মন দে' শোন। বলি, ত'র্‌তে ত হবে—এ ভবসমুদ্র ত'র্‌তে ত হবে ?

থাক। তা বটে ত।

সাধক। তাই তোমায় ব'ল্‌চি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচজনের মুখ আর চেয়ো না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই; যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝতে পা'র্‌বেন। আমি 'হরি নাম' না ক'রে জল খাইনি; আর যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মতন দেখি; আর পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পা'চ্চ না! রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই; হাজার হ'ক্ আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পা'র্‌ব।

সাধক। দেখ, এক কথায় বলি—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুসি তা কর, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হ'তে পা'র্‌বে ?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন; আমি ভাল বুঝতে পাচ্চি না।

সাধক। দেখ, তুমি আমার রাস-রসময়ী রাধা হও। তুমি মান ক'র্‌বে, আমি পায়ে ধ'রে ভাঙব; আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই" ব'লে অধৈর্য্য হবে।

থাক। তা আমি সব পা'র্‌ব। আপনি যদি আমার ভার নেন্‌ ত,—আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়; বিছানামাদুর ক'রে দাও তুমিই ব'স্‌বে; গয়নাগাটি তোমার মন হয দিও, না হয় না দিও।

সাধক। দেখ, আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই; তবে দুটো একটা বিদ্যা জানি;—এই, হরিতালভস্ম, তাঁবাকে সোণা করা,—তোমাকে শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তাঁবাকে সোণা কত্তে জানেন?

সাধক। গুরুর কৃপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন কত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজি কত্তে এসেচে না কি?

সাধক। আমি বিদ্যাই শিখিছি, কর্‌বার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর এক বৎসর মন যুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই; নইলে ঘুমুনো হবে না। (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আপনি আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াইগে। (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ, আমি ঘুমুই গে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেরী ক'র্‌বেন না।

প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন

ও মা গো, বাবা গো, মাসি গো, দেখ সে গো, ওগো, ডাকাত গো! এরা সব কেটে ফেল্লে গো।

নেপথ্যে চিন্তামণি। কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসি গো, আলো নে শীগ্‌গির এস গো! প'ড়ে কে গোঁ গোঁ ক'চ্চে গো!

আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। অ্যাঁ অ্যাঁ! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেচে? গোঁ গোঁ ক'চ্চে কেন? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ ক'চ্চিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে প'ড়েছে—কেমন বেকায়দায় প'ড়েচে।

চিন্তা। অ্যাঁ! মিন্সে হাতে দড়ি দেবার যোগাড় ক'রেচে! ও মা— এমন জ্বলনেও প'ড়লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ওগো, আছে গো আছে!

চিন্তা। থাক্‌বে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এসনা গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমায় কারুকে ধ'ত্তে হবে না; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর্, তোল্। নাও—ওঠ।

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা?

চিন্তা। থাকি, তুই যেন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্‌নি। সন্ধ্যেবেলা ভিকিরী মড়াকে পাঠিয়েছিল, রাত দুপুরে দেখ্‌তে এয়েচে—মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি তোমায় দেখতে এসেচি, চিন্তামণি!

চিন্তা। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো! কি দুর্গন্ধ গা!

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান

ভিক্ষুক। দেখ, তোমার বথরা দু' আনা—দু' আনা; এই হাটে এসেছ ছুঁচ বেচ্‌তে? আর ভাবচ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত ক'রবে! আমিও সর্ত্তুম, তবে কি না, আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

থাকর পুনঃ প্রবেশ

থাক। থু থু থু! মাসি, দেখ ত গা মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসেনি? থু থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

চিন্তামণির পুনঃ প্রবেশ

চিন্তা। ওলো থাকি, সর্ব্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'চ্চে! বিছানা মাদুর সব ভ'রে গেছে লো, সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে ম'র্‌ব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি?

থাক। বলি হ্যাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার ব'ল্লে কথা শোন না কেন বল দেখি?

সাধক। কা'ল একবার দেখা ক'র্‌ব, কি বল?

থাক। এখন যাও, তা তখন দেখা যাবে।

সাধকের প্রস্থান

ভিক্ষুক। ঠাকরুণ, আমি এতক্ষণ সট্‌কাতুম; তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে' ব'ল্‌চে যে, মানুষ ধ'র্ত্তে আসিনি, তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি। তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা, ও ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে? শ্রাদ্ধ-ফ্রাদ্ধ সব মিছে, এ পারে কোথা ব'সেছিল!—আর পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল, খড়া ফড়া ত নেই।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে, চিন্তামণি!

চিন্তা। শুন্‌চিস্ লা, ঠাট্টা শুন্‌চিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ি ফেলে রাখি!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, দড়ি ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে বল্‌চি বাছা—এমন জ্বলনে আর কখন পড়িনি। একটা পয়সা চাইলে সাত দিন ভাড়া-ভাঁড়ি, বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা প'ড়েচে; এখন মই বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতর পড়া!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, মই দে উঠিনি, দড়ি দে উঠেছি। আর দাওয়ানকে আজ ব'লে এসেচি, পরশু এক শ' টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব, তোর দড়ি দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল, চিন্তামণি, আমি দড়ি দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত ফরসা হয়েচে; দেখি, ওর দড়ি কেমন।

থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান

ভিক্ষুক। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গেল। "গেল" কি ব'ল্‌চি বাবা! রাত্তিরবাসই লাভ। সাক্ষী ফাক্ষী কাজ নেই বাবা; হাকিমরে আপনারাই মকদ্দমা ক'র্‌বে এখন। ব'ল্‌চে ত মিছে নয়,—এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর আমিও ত ঠা'র-ঠোর রেখেচি, পাঁচীল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি মই লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাচীর—মৃতসর্প লম্ববান

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

বিল্ব। এই দেখ, দড়ি দেখ।

চিন্তা। কই, দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো! এ যে অজগর গোখ্‌রো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ!

ভিক্ষুক। ও গো ঠাক্‌রুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দেয়, ল্যাজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কর্ত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে! (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আন্‌তে পার্‌ত।

প্রস্থান

থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ! নৈলে, হুদে পোড়ার মুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে! তুমি আমার মুখ-পানে চেয়ে রয়েচ যে!

বিল্ব। তোমায় দেখচি।

চিন্তা। কি দেখচ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম সাঁত্‌রে পার হ'ব, কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি ব'লতে পারিনি।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধ'র্‌লে ?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হ'লে বুঝ্‌তে প্রাণ অতি তুচ্ছ; তা হ'লে জানতে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নেই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌চ!

বিল্ব। দেখ্‌চি, তোমার কথা সত্য কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে দশ দিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি,—আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যা'চ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি; আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য ব'ল্‌চি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দেখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ! সত্য, চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, বকৃচ কেন?

বিল্ব। জানি না—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নইলে এতদিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখচি, তুমি দেবী, কি রাক্ষসী। যদি রাক্ষসী হ'তে, আমার মনের ব্যথা বুঝতে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

টহলদারদিগের প্রবেশ ও গীত

ভৈরবী—কাব্‌ফা

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে ?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে ?
সাধ কখন মেটেনা ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল রে চলি, সাধি আপন কাজ ;
কেউ কারো নয় দেখ না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল, হরি ব'লে ডাকি।

শুনিতে শুনিতে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীকূল—গলিত শব পতিত

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

বিল্ব। সত্য, সকলই মায়া! কই, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি ; —যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সে ত আমার নয়! আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয় ?

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী! নদী চার পো হ'য়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হ'ল ? কই কাঠ কই ?

বিল্ব। ওই।

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) এ কি ! এ যে পচা মড়া ! দেখ আর আমার অবিশ্বাস নেই ! তুমি সত্যই উন্মাদ !—তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর ! দেখ, আমি একদিন কথা শুন্‌তে গিয়েছিলুম, আমার আজ কথাটি মনে প'ড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে, হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হ'ত ! তোমায় আর অধিক কি বলব ! তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'য়ে এলে ! গায়ে কাঁটা দেয় !—সাপের ল্যাজ ধ'রে উঠলে ! দেখ, আমাদের সকলই ভাণ বোধ হয় ; কিন্তু এ যদি ভাণ হয়, এমন ভাণ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম !
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী—এর'ও এই পরিণাম !
নশ্বর সংসারে,
তবে হায় ! প্রাণ দিছি কারে ?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন ?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।
ওই ঊষা—ও'ও ছায়া !
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি !
হেরি আজ নিবিড় আঁধার।—
আমি কার, কে আছে আমার ?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন ?

শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে!
কোথা কে আছ আমার ?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার,
হেথা কোথা প্রেমের আধার ?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যা'য় হ'বে লয় ?
কোথা আছে কে আমার, বল ;
সাধ হয়ে দেখিতে তোমারে ;—
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব ? কোথা দেখা পাব ?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ

ছায়ানট—মধ্যমান

পাগ— আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে,—
যেখানে যাই, সে যায় পাছে, আমায় ব'লতে হয় না জোর ক'রে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমায় মুখের পানে চায়,
আমি হা'সলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে, কচ্চে কথা সোহাগভরে।

পাগলিনীর প্রস্থান

চিন্তা। আহা! কি মিষ্টি গায়!

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্চি নি; আছে—আমার কাছে কাছে আছে! নইলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কাল-সর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় ব'লে দিলে, "সংসারে আমার কেউ নাই।" কে আমায় এখন ব'ল্‌চে, "আমি তোর আছি।" কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখতে পাচ্চি নি। কে আমায় চক্ষু দেবে? আমি কোথায় যাব?

প্রস্থান

চিন্তা। কোথা চ'ল্ল! এ কি বিবাগী হ'ল নাকি? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নেই! দেখ্‌তে হ'ল।

প্রস্থান

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি!

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গল

সোম। আপনি দেখ্‌চি বিদেশী, আমার বোধ হ'চ্চে, আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার—ব'ল্‌তে পারেন? সংসারে ত আমার বলবার কেউ দেখ্‌চি নি! ব'লে দিন্—আমার কে, ব'লে দিন্।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হন, আমি হীন লম্পট—আমায় নমস্কার ক'র্‌বেন না; আপনার চরণে আমার নমস্কার।

ওহো! শূন্যাগার হৃদয় আমার!
কে আমার—এস হৃদি-মাঝে;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ! হতাশ!
একা আমি প্রান্তর-মাঝারে!
কেবা আমি?
কেন আমি এসেছি এখানে?
কি হেতু উদাস?
প্রাণ কিবা চায়?

কে কোথায় আছে প্রেমময় ?
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

সোম। আপনি ভাগ্যবান্, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন —আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে !

বিল্ব। আপনি আমার গুরু ; প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু ? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু ; গুরু আর কেউ নেই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি, প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি। আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা ! সত্য—এত দিন চ'খে পড়ে নি ; সত্য, অতি সুন্দর ! এ ছবি কি সত্য দেখা যায় ? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায় ?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব ?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই ব'লে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। আপনি কে ? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্চে কেন ? গুরুদেব ! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

সোম। আপনি ভাব্বেন না ; কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেল্বেন না ; আপনার সঙ্গ আমি কখন ছাড়্ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার ক'ল্লেন। যদি কখন আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ

থাক। বলি, মাসি, তুমি দেখ্‌চি, বাছা ভালবাস। ব'ল্‌বে, "ভালবাসি ব'লে গা'ল দিচ্চে"; তা নয়! খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাবনা। যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুটবে না গা? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা? বেটা দশদিন থাকুক—পোনেরো দিন থাকুক—এক মাস থাকুক—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না!

থাক। না, আসবে না! তোমার, বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না; যা মুখে বেরোয়, বল। সেয়ানা বেটা ছেলে, তাই দু'দিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্ নি; সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে' চলে গেছে।

থাক। তা যাক্ গে; তোমার গতর সুখে থাকুক। ঐ দত্তদের মেজ-বাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত ব'লেচে; তা আমি ও কথায় কাণ দিতুম না। সে দুখানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা! সে আমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিল; শেষটা আমিই তাকে দেশত্যাগী কল্লুম।

থাক। হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হ'তে গেল গা, তুই ত কিছু জানলি নি, ও পুরুষের দম্।

চিন্তা। যদি রাগ ক'রে থাকৃত ত বাড়াতে থাকৃত। শুনেছিলুম, মানুষের বিরাগ জন্মায়, এ সেই বিরাগ।

থাক। তুমি মনে ক'রেচ বুঝি, সে বৈরাগী হ'বে? সে হয় অমন ঢের বেটা।

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে ; আমি জান্‌তুম, ভালবাসা একটা কথার কথা ; তা নয়—ভালবাসা আছে। তাকে একদিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলি নি ; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে শুয়েছি —সমস্ত রাত ছাতে ব'সে আছে, আমায় একবার ডাকে নি—পাছে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ; রাগ ক'রে যদি কখন আমার চক্ষু দে' জল পড়্‌তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেত ! আমি এতদিনে জানলুম, যে আমার ছিল—তাকে আমি দু'পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার, মা ? তবে, পেট বড় বালাই ; তাই লোকালয়ে থাকতে হয়। আর্শীর মুখ দেখা—তুমি ভেংচাও, ভেংচাবে ; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত ! থাকি, সত্যি বলচি ; আপনার মানুষ পেয়েছিলুম, সুখে থাকলে থাক্‌তে পাত্তুম ; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। আমি রাজরাণী হ'তে পাত্তুম ; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম—সেই ঘৃণিত বেশ্যা !

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না। হরি আছেন, ভাবছ কেন ?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা ক'র্‌বেন ? শুনেছি, তিনি প্রেমময় ; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতে জানি নি, প্রেম কখনও নিতেও জানি নি, আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পার্‌ব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখনও প্রেম দেখি নি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয় ; আমি কি বরাবরই এম্‌নি ? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি ? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায় ? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি ; ভগবান, আমি কি দাগা পাই নি ? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব

ভেবেছিল, শেষ দেখ্‌লে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে—প্রেমময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি—মরুভূমিই থা'ক্‌বে!

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি! মানুষ গেছে, গুণ গান কর, অন্য মানুষ দেখ্‌। আমি বাপু, আর পারি নি।

চিন্তা। হ্যাঁ থাকি, সে পাগলীর খবর নিয়েছিলি?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ; বাপ মা কেউ ছিল না; মাসী মানুষ ক'রেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল; তার পর মাগী পাগল হ'য়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি?

থাক। ওমা! আমি জানি নি? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্‌নি বেড়াত; ওর দেওরগুলো ধ'রে নে গে মা'র্‌ত। এই নাও সেই পাগলী আস্‌চে।

চিন্তা। এও সামান্য পাগলী নয়; একেও দাগা দে' ভগবান গৃহত্যাগী ক'রেচে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। মা, তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা ক'র্‌বেন! সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে; সে আমায় দেখ্‌তে পারে না!

গীত

পরজ যোগীয়া—একতালা

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগ্‌লা নিয়ে যায় গো মা, জাগা?
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি,
বলব কি বল, বোঝে না মা, তার ওপর মিছে রাগা!
কাছে এসে ছাই মেখে বসে, মরিগো মা ফণীর তরাসে,
কেমন করে ঘর করি, মা, নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা?

চিন্তা। মা গো, তুই কে? তুই সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হ্যাঁ, মা—আমি সেই আবাগী মা—সেই আবাগী। দেখ্ না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু বলিস্ নি, মা; চুপ ক'রে থাক; লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা; তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদ-মস্তক কাঁপে; মা, তুই কে?

পাগ। আমি, মা, পাগলীদের মেয়ে; আমি, মা, তোর মেয়ে। তুইও পাগলী মা, আমিও পাগলী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেন রে পাষাণ হৃদি

হ'তেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখি নি তোমায়।
আরে মন,
এ কি তোর নব প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষাপরায়ণা,
মলিনবসন-বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও?
তবে, কেন, তোর এত প্রবঞ্চনা?
কেন এত করেছ ছলনা?
কার তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কার তরে করেছ সঞ্চয়?
কার তরে প্রাণ-বিনিময়
কর নাই এত দিন?
এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন?

পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরে ত পাবি নি আর।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী ?

পাগ। ও মা, তবে আসি, মা ? বেলা গেল, মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে ; আয় তোকে গহনা পরিয়ে দিই।
(পাগলিনীকে গহনা পরাণ)

পাগ। দে, মা—দে ! পাগলিনীর প্রস্থান

থাক। ও যে চ'লে গেল গো ?

চিন্তা। থাক, চল্—বাড়ীর ভেতর যাই। চিন্তামণির প্রস্থান

থাক। অ্যাঁ ! মাগী খেপেচে !

সাধকের প্রবেশ

সাধক। থাক্, থাক !

থাক। কি গো, কি ? আমার এখন মাথা ঘুরচে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোনবার এখন সময় আছে ?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি—সময় আছে।

সাধক। বলি, সে নয় ; বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও ; একটা ফন্দি ক'ল্লে হয় না ? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে ; একে দিয়ে কিছু আদায় ক'ল্লে হয় না ? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাওরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার ?

সাধক। পারি ; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু, আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্থাকাম আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বলতে পার ? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা

সাজতে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই; আমি তোমায় পেন্নাম ক'র্ব। কিন্তু, যা আদায় হবে, দু' আনা মজুরি কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধক। থাক, এইজন্য তোমায় আমার এত পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণ-প্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে?

সাধক। (ক্রন্দন-স্বরে) কেউ নেই, থাক—কেউ নেই।

থাক। যা রোজগার কর্‌বি, আমায় দিবি?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন, আমার আলাদা বাসা; তোমার আলাদা বাসা; তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থা'কবে, কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা!

সাধক। তাই হবে, থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যের সময় এসো; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় কত্তে হবে। ফিট্‌ফাট্ হয়ে এসো না; ছেঁড়া কাপড় টাপর একটা প'রে আস্‌বে, পাগলের মত আস্‌বে।

নেপথ্যে চিন্তা। থাক!

থাক। যাই মা যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যের সময় এসো; আমার এখন কাজ আছে। থাকর প্রস্থান

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল?

সাধক। আর কি হবে? একবার সন্ধ্যাবেলা চেষ্টা ক'রে দেখব; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি ব'ল্লে?

সাধক। তুমি ঠিক ব'লেছ—"টাকা নিয়ে এসো!"

ভিক্ষুক। ঠিক্‌ঠাক্ মিলিয়ে পেলে, আবার সন্ধ্যের সময় যেতে চাচ্চ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না; ফুসুর ফাসুর ঢের কথা হ'য়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধক। কি কথা? তা চল, এখন যাই। তোমায় বল্লুম, চিন্তে পারবে না; তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পাল্লে না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আসত; এখন কুঁতিয়ে ধমক দিচ্চ; ভাবছ, শালা ছিল না, হ'য়েছে ভাল। তা যাও এখন, বখরা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধক। আমি সে মানুষ নই। হ্যাঁ, দেখ—সন্ধ্যার সময় আমায় পাবে না, কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

প্রস্থান

ভিক্ষুক। আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় তোমার পেছু পেছু ফিরছি। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামণির গয়নার মতন ঠেক্‌চে। ষণ্ডা মাগী—কি ক'রে হাতাই!

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। দেখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওয়া)

ভিক্ষুক। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

পাগলিনীর প্রস্থান

না বাবা—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা ন'ড়চে? কে আস্‌চে বুঝি? (ত্রাস্তভাবে গহনা লইয়া) যদি বেচ্‌তে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে ব'স্‌ব।

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাপীতট

সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ

সোম। চল, আজই বৃন্দাবন যাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কই, যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায় ?

সোম। আমার সে মহাপুরুষ-দর্শন লাভ হ'য়েছে, তুমি কি দেখ নি ?

শিষ্য। কই প্রভু, কই দেখি নি ত।

সোম। কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি ?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন ? আপনি একজন লম্পটকে দেখতে এসেছেন ? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হ'য়েছে, কতদূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—
এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, ফের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন ;
অবহেলি কামিনী-কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থ-শূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ,
ক'রেছিল বেশ্যা-উপাসনা ;

বিফল কামনা !
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান ?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায় ।
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার—
একমনে ডাকে ভগবানে ।

শিষ্য । প্রভু,
মম সংশয় না যায় ।
বলুন কৃপায়,
এঁর কিসে মাহাত্ম্য অধিক ?
কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে ;
গৌরব কি হেতু নাহি তার ?

সোম । বৎস, জান না— জান না
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা ।
কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে ;
কাহারও বা সাধুর আকার,
নারী সহ করিতে বিহার—
সন্ন্যাসীর ভাণ,
ভুলাইতে বামাগণে ;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয় ;

কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ !
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ

হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছি প্রাণ,
মান অপমান সুখ-দুঃখ নাহি জ্ঞান ;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু—
কিছু নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে--
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?

শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম,
সাধুজন-দর্শন-মানসে—
বেশ্যা প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল ;
পরে,
প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা ?
ত্যজি প্রতারণা,
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব ?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার।
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান,
তাঁহার(ই) নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন ;
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা—
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর ;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ ;
কভু,
কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর-কৃপায় আমি দেখিয়াছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধু সদাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ, বৎস, সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব তার ?

সোম। কেবা গুরু ? কেবা শিষ্য কার ?
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার !
জগদ্গুরু সেই সনাতন !

শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য-ভাব ?

সোম। এ সংসার সন্দেহ আগার ;
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক-যুক্তি করে অনুমান
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ,
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ ;
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার ;
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে ;
মানে মনে-জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত-গুরু তার—
যার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগদ্‌গুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি ;
বিশ্বাস ঈশ্বর-দাতা—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,

প্রেমিক সে মহাজন ;
প্রেমহীন আমি ;
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী ?
এস, বৎস !

উভয়ের প্রস্থান

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না ? ভাল, যাও, কোথা যাবে ; দেখি কতক্ষণ ঘোরো। জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন

অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্, দিদি, এই মড়া কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল !

অহল্যা। ও কি ব'লছিস্ ? ও কোন সাধু হবে—দেখ্ছিস্ নি, জপ ক'চ্চে ব'সে ?

স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে ! ও একটা উন্মাদ পাগল ! (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগলা, ও পাগলা, দুটি ভাত খাবি ?

বিল্ব। ইস্ ! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র, অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়া) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা ! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্বি।

স্ত্রী। দিদি, দেখ্, বৈরাগী ঠাকুর তোর মুখ পানে চেয়ে র'য়েছে ! দিদি, তুই চ'লে আয়, ও মিন্সে নেশাখোর হবে ; চোখ দুট' যেন কর্মচা। প্রস্থানোদ্যত

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস করে রাখ্বে।

প্রস্থানোদ্যত

স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে আস্‌চে গো !

অহল্যা। আসুক না, তুই চল।

উভয়ের প্রস্থান

বিল্ব আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি !
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে !
সুখ আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা !
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন ;
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল ;
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয় ;
তবু ছলে আঁখি বলে,
"জুড়াবার এই ধন !"
ধন্য সংস্কার !
মন. পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ

ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান

থাক ও সাধকের প্রবেশ

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল, এর চারিদিকে ফাঁক। কেউ কানাচ থেকে শুন্‌তে পাবে না।

ভিক্ষুক। (স্বগত) নেহাত ফাঁক নয়, বাবা! আমি আছি ঘাপটি মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষী এঁটে এসেছ? বল্লুম, পাগলের মতন হ'য়ে আস্‌তে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটা কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাথ; কি ক'র্‌বে, ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না, ভিথারী, নাগারী যে আস্‌চে দু'হাতে দিচ্চে। এখন যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক!

থাক। কি, বল না?

সাধক। এর জড় মা'র্‌লে হয় না?

থাক। তুমি কি ব'ল্‌চ, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

সাধক। কিছুই ত দেখে না?

থাক। তুমি ব'লচ চুরি ক'র্‌বে? ঘরটি আগলে ব'সে থাকে; বেরিয়ে গিয়েছে, ঘরে দোরে চাবি দে গিয়েছে; একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে যায়। আর ঘটীটে বাটিটে নিয়েই বা কি ক'র্‌বে? নো'র সিন্দুক ত আর ভাঙতে পার্‌বে না যে, সোনা দানা পাবে?

সাধক। তুমি বুঝ্‌লে না—আমার ভাব বুঝ্‌লে না। বলি, থাওয়া দাওয়া ত দেখে না?

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না—তবে আর তোমায় ব'ল্‌চি কি?

সাধক। এস না কেন, নিশ্চিন্দি হই।

থাক। আরে, কি করে—ঘ্যানঘেনে মিনসে যদি ব'ল্‌বে!

সাধক। দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। অ্যাঁ! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পারব না, তুমি আমার গর্দ্দানা দেওযাবে?

সাধক। ভাবচ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আ'স্‌বো; আর, উঠোনে পুঁতলেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে, সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, একদিকে চ'লে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপচে, আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না। কোথায় বিষ পাই—দেবার সময় কেউ দেখুক, আমায় কত যত্ন করে—আমি ভাই, তা পা'র্‌ব না।

সাধক। থাক, বুঝলে না, যখন পাগল হয়েচে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না ভাই, আমি তা পা'র্‌ব না!

সাধক। (ট্যাঁক হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া) থাক, দেখ এই বিষ। বাড়ী নেই ব'ল্‌চ, দুধে এইটুকু দেওয়া—ব্যস, আমি রাতারাতি পুঁতে ফেল্‌ব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথা পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে—আমি মর্‌বার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি। তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।

থাক। কি বল ভাই, বুঝতে পারি নি। হেঁসেল-ঘরে কড়ায় দুধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই, বাড়ী থা'ক্‌ব না, তুমিই যা হয় ক'র।

সাধক। একলা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাল্‌কি মানুষ, তুমি অমন জোয়ান বেটা ছেলে; পার্‌বে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধক। তোমার কিছুই ভয় নেই, আনাড় জায়গা, তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

থাক। দেখ, যে কথা—আমার জিম্মে সব থা'ক্‌বে। ভদ্দর লোকের একই কথা—এবার বুঝব।

সাধক। এখন তুমি ঠিক থা'ক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা সেই কাজ।

উভয়ের প্রস্থান

ভিক্ষুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভেতরে এত? যা থাকে কপালে—মাগী আস্‌চে। আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আহা! সেই পাগলীটে আ'স্‌চে। যাঃ! ওর জন্যে খাবার আ'ন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ ক'ল্লে মনের ধোঁকা সারে না—আহা! ওই নেলা-খেলা মাগীকে মনে ক'রেছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটী আবার তখন ব'ল্লে—"বাবা, তুই আমার ছেলে।"

চিন্তামণির প্রবেশ

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী, ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে—তা হ'লে ইহ-কালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমায় আপনার ঘরে শুতে নিবারণ ক'চ্ছে। যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবি নি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না! যে রূপের

দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত ক'রেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, ম'র্‌তে হবে, এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার ক'র্‌বে? যাব, আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমায় ঘৃণা ক'রবে না, সে আমার পরকালের উপায় ক'র্‌বে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে!

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগ। আমি, মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখছিলুম। দেখ মা দেখ, ঐ শেয়ালটা খা'চ্চে দেখ—পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখেছি মা, দেখেছি—সে দেয়!

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা; ঘরে সে নেই, মা; তোর সে পাগলা জামাই, মা, সে ঘরে নেই, সে শ্মশানে থাকে; আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি ব'লেছিস্ ঘরে যেতে আমারও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্সেতে পরামর্শ ক'ল্লে, সমুদ্র-মন্থন দেখ্‌তে গেল! বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা, তুই বিষ খেতে পা'র্‌বি নি মা। সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্ নি মা? হরগৌরী দেখ্‌তে গেল, জানিস্ নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়, এ সব ঠিকঠাক্ ব'লচে।

(পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা ? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি ! (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা ?

পাগ। ওরে, পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।
ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই !
কোথা যাই, কে আমারে ব'লে দেবে ?
যথা সন্ধ্যা হয়—তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী ;
ব্যোম—আচ্ছাদন ; নাহিক মরণ !
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা ?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী ; এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা,
আমি এক-ভাতারী এযো ;
আমার ভাতার সেই, মা, সেই ;
সে বিনা আর নেই, মা, নেই।
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী,
সে বাঁকা হ'য়ে বাজায় মোহন বাঁশী—মা, বাঁশী।

আমার লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে। ঘরে থা'কতে নারি, মা—থাকতে নারি। বিষ, বিষ, বিষ! তুই পালিয়ে আয় মা—পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ কি ! জ্ঞানেও আবার, পাগলও আবার ! (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'র না, ও সব ঠিকঠাক ব'লচে : আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই তোমাদের থাকি না কি, আর সেই যে গেরুয়াপরা আমার সঙ্গে সে রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দু'জন ঠাউরেচে—তুমি পাগল ; তোমার দুঃখে

বিষ দিতে গিয়েছে, তার পর তুমি ম'রে গেলে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতবে।

চিন্তা। বিষ? মন সব টের পায়! থাকি আমায় পাগল ঠাউরেছে—বটে? পোড়া মন, একবার দেখ, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত যুড়ি নি কোন কালে।
বলি, মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও বাছা, তুমি যাও চ'লে;
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"
তুই আয় মা, আয়; আর ঘরে থা'ক্‌ব না মা, থা'কব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার!
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়া সম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।
মাতা,
সত্য কথা—শূকরে উদর পূরে
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।

বল, মা, আমায়—কোথা যাব।
কোথা নিয়ে যা'ব মোরে ?

পাগ। চ। গো, চল্—সেই যমুনা তীরে চল !

চিন্তা। চল্ মা, যাই। (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমায় দিবি, মা ?

চিন্তা। নাও মা, চল।

পাগ। এই, তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন) উভয়ের প্রস্থান

ভিক্ষুক। এ কি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চ'ল্লো না কি ? আঃ দায় মন। আমি আর বা'র জন্যে গাঁট দিই। আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখ্‌চি, দু'টি খেতে পাওয়া যায়, তবে, ঐ পরওয়ানার কি করি ? এখনই বা কি ক'চ্চি ? যা থাকে বরাতে, হবে, সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ কি সাম্‌লাতে পারব ? দে'খি, মা দুর্গা আছেন! এই ত চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না। প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর সম্মুখ

দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট

বণিকের প্রবেশ

বণিক। তুমি কে ?

বিল্ব। আমি পথিক, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণিক। আপনার এ দশা কেন ? আপনার নিবাস ?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণিক। আপনি কি সংসার আশ্রম করেন না ?

বিল্ব। না।

বণিক। আপনি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণিক। আমার সৌভাগ্য, আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণিক। আজ্ঞা করুন।

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন; আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসার-তাড়িত।

বণিক। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—আপনি নারায়ণস্বরূপ; কৃপা ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন।

বিল্ব। আমার প্রয়োজন শোনেন নি।

বণিক। বলুন।

বিল্ব। নারী তব সুবেশা সুন্দরী—
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন;
পশু মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ;
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার,
কর অঙ্গীকার—
একা মম সনে
দিবে আনি পত্নীরে তোমার;

অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয়, কর মতিমান!

বণিক। (স্বগত) নারায়ণ! একি আজ প্রতারণা!
দেহ ব'লে—
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে।
কি জানি—কি ছলে,
ছলে আজি কোন্ জন?
অতিথি-সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের—
তাহে কি বঞ্চিত হব?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।
কেবা কার নারী?
ধর্ম্ম সার—ধর্ম্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি,
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পূরাইব বাসনা তোমার;
আজ রাত্রে পতি তুমি, পত্নীর আমার।

বিল্ব। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল ক'রেছে তোমারে আঁখি।
দেখ, কত বাকী আর।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর

অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা, পাগলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি—তার যা ইচ্ছে হয় কিছু থাক্‌।

মঙ্গলা। আমি বাপু, আর পারি নি; সে পাগলা সাড়াও দেয় না, শব্দও করে না।

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রা'ত হ'ল, যা বাছা, যা—আর এক বার যা। কর্ত্তা যদি শোনেন, অতিথ এতক্ষণ ব'সে আছে—খায় নি, তা হ'লে আর আমার মুখ দেখ্‌বেন না! আর তাঁর আস্‌বারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হ্যাঁ, মুখ দেখ্‌বেন না! আর আমরা বল্‌ব না যে, পোড়ার মুখো অতিথ ছু'টি ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে!—ভাল মানুষের মেয়ে, নেয়ে এসে ছোলাটি পর্য্যন্ত দাঁতে কাটতে পেলে না। ও উন্মাদ পাগল; আমি বল্লুম—কল্‌সী কতক জল মাথায় ঢেলে দিই,—একটু ধাত ঠাণ্ডা হ'লে খেত দেত এখন।

বণিকের প্রবেশ

বণিক। মঙ্গলা, যা; অতিথ ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এখানে পাঠিয়ে দিস।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগ্‌লা অতিথ কোথা গেল?

বণিক। মঙ্গলা, পাগল বলিস্‌ নি, তিনি মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁকে এইখানে নিয়ে আয়।

মঙ্গলার প্রস্থান

প্রিয়ে,
আজি বেশ ভূষা হেরিয়ে তোমার,
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,-
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে ;
পরীক্ষার স্থল এ সংসার,
অতি যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা হয় ;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান, সতি, যবে বাঁধিনু বসতি,
অঙ্গীকার করিলাম দুই জনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চ'লে ;
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি !
হের, দীন-হীন মলিন বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।
শুন, সুলোচনা,
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার !
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝেছ কি সতি ?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সৎকার।

অহল্যা। এ কি নাথ, কহ বিপরীত !
রমণীর সতীত্ব ভূষণ ;
নিজ করে দেছ নাথ, সিন্দুর কপালে-
মুছাইতে কেন চাহ ?
অধর্ম্মে না হয়, প্রভু, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি—অন্তে আকিঞ্চন ;
সতীত্ব বিহনে রমণীর
রত্ন কিবা আছে আর ?
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী মন-প্রাণ,—
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনা অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে ;
তুমি সর্ব্ব দেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ নাথ ?

বণিক। জানি আমি—কায়-মন-প্রাণ,
সকলই সঁপেছ মোরে ;
কভু সতি, চাহ নাই বিনিময় ;
নাহি কর স্বার্থের বিচার।
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী ?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে, সত্য ভঙ্গ হবে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব।
মুক্ত আমি করি হে স্বীকার,—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি ;

স্বার্থপর,—
ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি, পরীক্ষার দিন—
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে ;
আসিবে যে আশে, পূরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্মমাত্র সাক্ষী তার ;
আজ যদি ভাঙ্গি অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার ;
কিন্তু, ধর্ম্মসাক্ষী এখনও সুন্দরী !
প্রিয়ে, গৃহবাসী তব প্রেম-আশে,
আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার।
হের, ধর্ম্মসাক্ষী এখনও তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার ?
স্বামি, প্রভু, কি পরীক্ষা আর ?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণিক। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান—
শুভাশুভ বিচারের নহে

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা। ওগো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রস্থান

বণিক। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েচ, তুমিই রক্ষা ক'রবে; আমি অবলা।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী। প্রস্থান

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না; আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।

(স্বগত) ভেবে দেখ মন
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—
বেশ্যা দাস নয়নের অনুরোধে!
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ;
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রম,—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!
মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি;
"কোথা কৃষ্ণ?" বলি' হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন,

ধ্যানে মগ্ন ব্যাপী-তটে সাধুর আকার,—
শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি' ;
দেখ্ পুনঃ নয়নের ছলে—
কি উন্মাদ দশা তোর !
মন, তুমি আঁখির গরব কর ?
নিত্য ডর—পাছে যায় এ রতন ?
দেখ্ তোর আঁখির আচার !
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,—
সেই মত গলিত হইবে
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ,—
এই রত্ন ভাব' তুমি সংসারের সার ?
ভাব' মন, বৃথা জন্ম তার—
এ রতন বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কি বা নহে ?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন !
এর ছলে কত দিন র'বি ভুলে ?

(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'টো কাঁটা খুলে দাও।

অহল্যার তদ্রূপ করণ

মা, তোমার স্বামীকে বল গে,—আমি তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন ক'ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এক মহাজন !

প্রস্থান

বিল্ব। মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার ;
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন !

চক্ষু বিদ্ধকরণ

চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ

থাক ও সাধক

থাক। কোথায় গেল ? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌ছি।

সাধক। আমার বোধ হ'চ্ছে, পাগলামীর ঝোঁকে বেরিয়ে প'ড়েছে।

থাক। তা, এখন উপায় কি ?

সাধক। বড় শক্ত সমিস্তে; হাকিম টের পেলে সব নে যাবে। কি করি ?

থাক। নে যাবে না ? ওই অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয় একটা কর্‌; আমি মেয়েমানুষ কি কিছু ক'ত্তে পারি ?

সাধক। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখি নি।

থাক। কি ক'রে সরাবে ? ভারি ভারি সিন্দুক, দ্যালের সঙ্গে সব গাঁথা !

সাধক। তাইতো ভাবচি।

থাক। (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে' যেতে পাল্লি নি ? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি ?—কালের ধর্ম্ম !

সাধক। থাক, ধর্ম্ম আর কি আছে ? দেখ না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

থাক। নাও, ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ; পোড়া সিন্দুক কুড়ুল দে' ভাঙ্গা গেল না ? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না। আমি যে জোরে মার্‌তে পারি, উনি পারেন না।

সাধক। আরে, বোঝ না; বড় শব্দ হয়—জোরে কি মারবার যো আছে ?

থাক। আমার বাপু, গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে—একটা উপায় ক'ত্তে পারে না !

সাধক। থাক, স্থির হও ; আমি যা হয় একটা উপায় কচ্চি !

থাক। ময়না :মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পা'ম্লি নি ! হাকিমের লোক এসে বসুক, তার পর ঠাওরাবি !

সাধক। অকূল পাথার ! ভাবলুম এক, হ'ল আর এক !—ত্বাল খুঁড়ে তো সিন্দুক বা'র করি, যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্দুকে আঘাত)

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছ গো, দরজা খোল।

থাক। ওই ! কে ও ?

নেপথ্যে। কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল। আরে শোনে না ; হাকিম খাড়া !

থাক। ওগো, কি হবে গো ? ওগো কি হবে গো ?

নেপথ্যে। আরে, দরজা ভাঙ।

সাধক। থাক, আমি ব'ল্‌ব, আমার মালেকান্ স্বত্ব ; তুমি সাক্ষী হ'য়ো।

দারোগা ও চৌকিদারের প্রবেশ

থাক। দোহাই কাজী সাহেবের !—চোর—চোর—চোর—

দারোগা। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই ! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙ্‌ছিল।

দারোগা। হাম্ লোক যব্ দরজা ভাঙ্‌লে, তব "চোর্, চোর্" ক'র্‌লে, হারামজাদি ! হাম্ সব বুঝে। (সাধকের প্রতি) ওরে, তোম্ কোন্ রে ?

সাধক। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ ক'রব।—আমি চিন্তামণির ভিক্ষা-পুত্র ; আমার এতে মালেকান্ স্বত্ব আছে, আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ ?

১ম চৌকিদার। খোদাবন্দ্ ! নেহি হ্যায় ; রহনেসে তোড়েগা কাহে ?

দারোগা। তোম্ চুপ ! (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে ?

সাধক। (স্বগত) ইস্! জেরায় জব্দ ক'ল্লে।

দারোগা। (১ম চৌকিদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও; উস্‌কো ঠাণ্ডা গারদ্‌মে—আউর ইস্‌কো পহেলা হামারা কোঠরি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদমে লে যাইও, হাম্ থানাতল্লাসী কর্‌কে যাতা হ্যায়।

১ম চৌকি। যো হুকুম, খামিন!

থাক। দোহাই দারোগা সাহেবের! ঐ মিন্‌সে চুরি ক'ত্তে এয়েছিল। আমার নীচের ঘর; চিন্তামণি আমার মাসী হয়, দোহাই দারোগা সাহেব! তোমায় ধন, মান, প্রাণ—সব সমর্পণ কল্লুম; আমায় বেঁধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চৌকি। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যাওগে—তোমরা বদ্‌মাসিসে মারা যাওগে; হাকিমকো সাম্‌নে কবুল নেই দিয়া, চল্!

সাধক। আরে, চল্।

থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া প্রথম চৌকিদারের প্রস্থান

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়নেকো ওয়াস্তে ক' আদমি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কেঁও?

২য় চৌকি। নেহি খোদাবন্দ্; জিতসিংহ আউর ধনীসিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেগা ভাই! নেই চলে ত কেয়া করে? কেঁও, দো পাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২য় চৌকি। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম! হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে,—চিজ ব্যস্ কুছ নেহি থা, সিন্দুক তোড়কে চোর লিয়া; চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২য় চৌকি। হাঁ, আপ্ ত মুন্‌সি হ্যায়; ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফায়াকমে বৈঠতা ; তোম্ উন্‌লোককো বোলায় লাও।

প্রথম চৌকিদারের প্রবেশ

১ম চৌকি। খোদাবন্দ, কয়েদী জহর খা'কে গির্ গিয়া।

দারোগা। জহর ? জহর কাঁহা মিলা ?

১ম চৌকি। মরদ্‌কা পাশ থা।

দারোগা। মরদ্‌ঠো গির্ গিয়া ?

১ম চৌকি। নেহি খোদাবন্দ ; দোনো কয়েদি গির্ গিয়া।

দারোগা। বেকুব ! দোনো ক্যায়সে গিরা ?

১ম চৌকি। পহেলা মরদ্‌ঠো খা'কে গির্ পড়া ; হাম্ উস্‌কো সামাল্‌নে গিয়া, রেণ্ডীবি পিছু খা লিয়া। শ্বাস নেহি চল্‌তা ; দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দারোগা। চল্, চল্। দেখো মানসিংহ, বদবক্ত। সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

চিন্তামণি ও পাগলীর প্রবেশ

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও। আমি আর চ'ল্‌তে পারি নি, এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স্ মা, ব'স। আমি ত ব'সতে পা'র্‌ব না, মা,—সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে ; সে দেরি হ'লে আবার কি ব'ল্‌বে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার, এক কৃষ্ণ ষোলশ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয় ;—তোমার মতন তোমার কাছে, আমার

মতন আমার কাছে ; শঠ, লম্পট, কপট ! তবে যাই মা ? না, একটু বসি ; তুই ব'ল্‌ছিস্‌—একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্য,—আমি কার সঙ্গ নিয়েছি ! এ যেই হোক্‌, বাহ্যিক একজন পাগল বই ত নয়। যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ ক'ত্তে পারব না ? কেন বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্ছে ! আমি আর পাগলীকে আমার সঙ্গে থা'কৃতে অনুরোধ ক'র্‌ব না ; যা হয়, হবে। শুনেছি কৃষ্ণ সকলেরই ; দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে—পাগলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদচে।

পাগ। দেখ, পাখীটে একলা বেড়াচ্চে, আর গান ক'চ্চে।

চিন্তা। মা গো, বুঝেছি সকলই,
কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে।
মা গো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে মা বাসনা,
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে ;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয় ;
সাধু সদাশয়—
শত অপমান ক'রেছি তাঁহায় ;
কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি ল'ব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে—
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ-পদে মতি।

যুক্তি তব ল'ব ;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনা সম
কখন করিব গান।
যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার,—
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থে'ক না।
যাও, সতি, যথা তোর ডাকে পতি।

পাগ। যাই মা যাই ; আবার আ'সব। আমি, মা, পাগলদের ; তুইও পাগলী মা :—তোর কাছে আমি আ'স্‌ব। তবে যাই, মা যাই ?

গীত

মাঝ মিশ্র—পোস্তা

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায় তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চলে যাবে মানভরে।

প্রস্থান

চিন্তা। কাঁদ, আঁখি—
কভু কাঁদ নি পরের তরে ;
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান ভরে !

কাঁদ প্রাণ ভ'রে,
তোর জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা,
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল, আঁখি, প্লাবনের বারি ;
নহে, মলা নাহি হবে দুর।
উঠ, বারি, প্রস্তর ফাটিয়ে,
ঢাল—ঢাল এ শ্মশান প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থচিন্তা সতত প্রবল !
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ করেছ কি লাভ ?
তবে—
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে ?
কেন মোরে ক'রেছ পাষাণ ?
ভগবান, পতিতপাবন, রক্ষা কর, দয়াময় !
মরি, প্রভু, মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটি ব'সে কাঁদ্‌চ কেন ? বাড়ী ফিরে যাবে ?

চিন্তা। তুমি কে ?

ভিক্ষুক। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে দেখছ কি ? তোমার ঠেঁয়ে ত কিছুই নেই যে কেড়ে নেব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে ?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষুক। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি কেন, শোন ;—আমি মনে ক'রেছি—বৃন্দাবন যাব, যদি যেতে, একসঙ্গে দু'জনে যেতুম ; তোমার স্কন্ধে দিনকতক খোরাকীটে হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমি ত জান, আমার কিছুই নেই ; আমি ভিক্ষে ক'রে খাব।

ভিক্ষুক। তোমার ঠেঁয়ে নেইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু তুমি কি মনে ক'রেছ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব? তা নয়। অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না, যে কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দেখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি?

ভিক্ষুক। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম, আর দেখি নি? তবে দাঁড়াও, পুট্‌লি খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গয়না কা'র?

চিন্তা। কা'র গহনা?

ভিক্ষুক। দেখ, ভাল ক'রে দেখ ; চিন্‌তে পেরেছ? তোমারই, পাগলীকে যা দিয়েছিলে।

চিন্তা। তুমি কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। আমি চুরি কর্‌বার ফিকিরে ছিলুম, তা তত ক'ত্তে হ'ল না ; পাগলী দিয়ে দিলে।

চিন্তা। তবে ও তোমার ; আমার কেন ব'লচ?

ভিক্ষুক। ওগো, গয়না সুদ্ধ ধরা প'ড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলীর ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঁয়ে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না, না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল ; পাগলী দিয়েচে ব'লে যদি আমার হয়— তোমায় দিলুম, এবার ত তোমার হ'ল?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না ; আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ! এ পাগল নাকি ?

ভিক্ষুক। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ, আমার কিছু হাতটানটা আছে ; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব ; কিন্তু চুরি টুরি না ক'র্ত্তে পাল্লে রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই, করি কি জান ?—একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর।" তক্কে তক্কে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে ; দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওম্নি পোঁটলা নিয়ে স'র্লুম ; দৌড়—দৌড়—যেন চৌকিদার আস্‌ছে ; তারপর, একটা ঝোঁপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই! তোমার ঠেঁয়ে গয়না দিলে আমি চুরি ক'র্ব্ব, আর গয়না বেচে খাব ; আর সব গয়না ফুরিয়ে গেলে, ইট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া চাড়া ক'র্ব্ব। আর, তোমার সুবিধার কথা বলি ; একেবারে অতটা সইবে না ; কখন'ত ক্লেশ করনি—একেবারে অতটা সইবে কেন ? যখন পাগলীর মত স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'র।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব সংস্কার!

এ বিকার কত দিনে হবে দূর ?

বসি তরু-তলে,

মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—

যথা দেহ-পণে কিনিয়াছি ধন ;

জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—

শত্রু যাহে গরল মিশায় ;

ঘৃণা করে মলিন বসন—

চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা!
ভাবি তাই,
কত দিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাব্‌চিস কি? মা-ব্যাটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয়!

চিন্তা। কোথায় যাবে?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক।— গীত

ভৈরবী—যৎ

ছাড়ি যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;
আমি কি পার্‌ব বাবা? দেখি বেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত, এমন লোক দেখ্‌লে হ'ত,
দাগাবাজীর উপর বাজী, খেলা বড় বিষম ভারি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বণিকের বাটী

বণিক ও অহল্যা

বণিক। হা'স্‌চ যে?

অহল্যা। এই, তোমার এক গাছা চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হা'স্‌চ যে?

বণিক। ভাব্‌চি, বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্ছি, দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে; তোমার আর বে' হবে না।

বণিক। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি ক'র্‌ব বল দেখি? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক। কোথায়, বল দেখি?

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না।

বণিক। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

বণিক। বলি, বুঝেছ কি? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না?

বণিক। শোন,—

কহে শুভ্র কেশ শিরে,—
"এই তোরে শমন ধরিল আসি!"
কহে কেশ—
"আর নহ বালক এখন,
যেতে হবে,—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,
এ সকল কিছু নহে সাথী।"
দিন গেল, কৌতুকে কাটিল;
হরিনাম হ'ল না এ দেহে।
ধূলা মাখি খেলিনু প্রথমে,
যৌবনে যুবতী-কাঞ্চন সনে।
কহে শুভ্র কেশ,—
"এবে তোর সে খেলা ফুরা'ল,
কিবা খেলা খেলিবি নূতন?
খেলা তোর ফুরাবে ত্বরিত;
একা এলি, একা যেতে হবে!"

অহল্যা প্রাণনাথ,
সে ভাবনা নাহিক আমার ;
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে ,
প্রাণ বাঁধা আছে,
যাব পাছে পাছে
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব ।
স্বামী—তাঁর আমি ;
স্বামী-পায় বিকাইত কায় ।

বণিক। চল, বৃন্দাবনে যাই ।

অহল্যা। চল ।

বণিক। তবে গুছিয়ে নাও ।

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবন যাবে ?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা ! দেখ—দেখ কেমন সুন্দর ছেলেটি ! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কা'দের ছেলে বাবা !

রাখাল। দেখ্‌তে পা'চ্চ না, আমি রাখালদের !

বণিক। তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?

রাখাল। আমি অমন আসি ।

অহল্যা। তুমি কেন এসেছ ?

রাখাল। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'ত্তে, বৃন্দাবন যাবে ?

বণিক। কেন, তুমি 'বৃন্দাবন যাবে' জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ যে ?

রাখাল। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি ।

বণিক। কেন জিজ্ঞাসা কর ?

রাখাল। আমার দরকার আছে ; বল না ?

অহল্যা। যাব; তুমি যাবে?

রাখাল। হুঁ।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! ছেলেটিকে যেন বুকে রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার মা কিছু ব'লবে না?

রাখাল। আমার মা নেই,—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক?

রাখাল। ঐ গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গরু চরা'তে পার?

রাখাল। হুঁ—

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই?

রাখাল। (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা; (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কই, "মা" বল দেখি?

রাখাল। মা, মা, মা!

বণিক। ছেলেটি অনাথ।

রাখাল। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণিক। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখাল। হো, হো, বেশ হ'য়েচে—বেশ হ'য়েচে!

বণিক। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন?

রাখাল। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি।

বণিক। তোমার আবার মুস্কিল কি।

রাখাল। ওগো, তার জন্যে গরু চরা'তে পাই নি, তার জন্যে খেলতে পাই নি, তার জন্যে যার বৃন্দাবনে যেতে পাই নি। এই, তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।

বণিক। কেন?

রাখাল। দেখ, সে দেখতে পায় না; সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই,—কোথা কাঁটাবনে প'ড়বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না। কে দেবে বল? কাণা মানুষ,—আর, সে যার তার হাতে খেতেই চায় না, আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ও গো, সে যেখানে বন-বাদাড় পায়, সেইখানেই যায়।

বণিক। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"—ওই করে, আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর।

বণিক। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখাল-বালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন টিপ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক্,—বৃন্দাবনে যাক্, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক। কেমন ক'রে জান্‌লে?

রাখাল। বৃন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখাল। হ্যাঁ, পায় বই কি? তুমি ত বড্ড জান!

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কচ্চি? আমি ওই "কাণা কাণা" ক'চ্চি, কাণাকে পাব;—যে যা চায়।

বণিক। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হ'চ্চে। বৃন্দাবনে কি, যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখাল। তা দেখবে চলনা। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌকা ক'র্‌বে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্চি। ঐ যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না—সে সেইখানে আছে। আমি আর থা'কব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস।

প্রস্থান

অহল্যা। আহা। ছেলেটি "মা" বল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বণিক। আহা! ছেলেটী যেন ব্রজের গোপাল;—গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল। ভাবচি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি ক'রেছিলুম এখানে থাক্‌বার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন—আমি এত খুঁজলুম, এক দিনও দর্শন পেলুম না। আহা! রাখাল-বালকটি কে!—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতরে তাঁর সেবা ক'ত্তে যায়।

অহল্যা। দেখেচ? আমি "না বিইয়ে কানাইয়ের মা!" যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" ব'ল্‌ত, তেম্নি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

বণিক। ভাবচি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয়, ও গোপাল; ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুল্‌বেন!

বণিক। চল, তবে আমরা সত্বর প্রস্তুত হই।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী,—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও! দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! (মূর্চ্ছা)

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

বিল্ব। (চৈতন্য পাইয়া) কই কৃষ্ণ?

কই শুনি বাঁশরী-নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এমন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।
হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সে ত কই আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে;
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি,
মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি? কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?

বংশীধারী,
এস—এস বাজায় বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখি-পাখা।
দেখ, একা আমি ;
এস, এস হে অনাথ-নাথ!

রাখাল। কেন ভাই? একলা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে র'য়েছি, ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্বে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডা'কতে পারি না! তুমি কেন ভাই, আমার জন্য অমন কর? যাও ভাই, ঘরে যাও।

তোর পায়ে ধরি,—
একে জ্ব'লে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না ;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হব, কেনা রব তোর।
যাও তুমি, যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল?
ত্যজি সংসার-আশ্রয়,
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর ;
সে রাখে, রহিব ; সে মারে, মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন,
কেন, হে রাখাল,

এস তুমি গহন কাননে
হেন অভাজন-সহবাসে ?
হে রাখাল, জান যদি, বল,
হৃদয়ের আলো—কোথা বনমালী কালো ?
দাও—এনে দাও—
প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

রাখাল। আমায় যেতে ব'ল্‌চ ভাই ? তুমি যে খাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি ব'ল্‌চি, খাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুন্‌লে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে !

রাখাল। তুমি খাবে ? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে ? ব্রহ্মদত্যির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না ভাই !

বিল্ব। রাখাল, তুমি যাও ভাই।

একে অন্ধ মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না !
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন,—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব ?

নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি

ওই শঙ্খঘণ্টা নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন ;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল ?
এস—এস, কোথা গুণনিধি !
মরি যদি দেখা ত হবে না।—

দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময় !
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি ।
কোথা যাব ? কোথা দেখা পাব ?
এস, বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন !

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপটি ক'রে ব'সে শুনি।

বিল্ব। না ভাই ; তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থা'ক্‌বে ?

রাখাল। তুই যে ভাই, বনে থাক্‌বি ; "একলা আমি, একলা আমি ব'লে চেঁচাবি ;—আমার, ভাই, বড় কান্না পায়।

বিল্ব। না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না ; আর কেন মোহ ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌বে, ভাই !

বিল্ব। রাখাল, তুই কে ? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব ? তুই যে দেখ্‌ছি, আমায় ম'র্‌তেও দিবি নি !

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না ভাই ! চল্ চল্ বৃন্দাবনে চল্ ; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি চল্।

কথা আমার মিথ্যা নয়,
দেখ্ না কেন—নয় কি হয় !

বিল্ব। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব, আমি প্রেমহীন !
সেথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী,
ধেনুগণে নাচে কুতুহলে,
বনহারে সাজায় রাখাল—
শ্রীগোপাল, চল—চল, দেখি গিয়া।

রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ডাকি' উভরায়,
প্রেম-ধারে ভেসে যায় কায় ;
প্রেমের পুলকে কম্প ঘন ঘন ;
উন্মাদ নর্ত্তন, কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে, প্রাণকৃষ্ণ মোর। গমনোদ্যত

রাখাল। ও দিকে যাচ্চিস্ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিল্ব। এই কি সেই মধু বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই? কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

রাখাল। আয়, দেখ্‌বি আয়।

গীত

পাহাড়ী—কার্‌ফা

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব,
খেলব কত ছুটোছুটি বাঁশী বাজাব।
খেলতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি ;
আমার মনের মতন খেলার জুটী কত জন পাব।

বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত

চিন্তামণি আসীনা

চিন্তা। আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই প'র্‌তিস্; এখন বল্, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা ক'র্‌বেন। দেহ, তোমায় স্বর্ণ অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী প্রাণের পরিচয় দিয়েছ! বিভূতিই তোমার ভূষণ; নইলে, সাধুত্তম তোমায় কৃপা ক'র্‌বেন না; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই।

অঙ্গে বিভূতি লেপন

প'রেছি ভূষণ; এবে কেশের বিন্যাস।
কেশ, তুমি অতি প্রতারক;
কহিতে সতত—তুমি বন্ধু মম,
অঙ্গে মজাইতে চাহিতে সতত;
তোর ছলে ভুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছে মোরে;
আজি তব নূতন বিন্যাস—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলাতে নারিবি আর।

তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব ;
আরে, আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিতপাবন। চুল কাটিতে উদ্যত

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন ভাই ? চুল কি কাট্‌তে আছে ? ছি ছি, চুল কেট' না।

চিন্তা। আহা ! আহা ! ছেলেটি কে গা ? মরি, মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল।

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর ? উঁ উঁ ? ছি ভাই, কথা কইলে না ! তবে আমি চ'ল্লুম।

চিন্তা। আহা ! তুই কে রে ?

রাখাল। ছি ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না ; তুমি ব'ল্‌বে—"তুমি কে ভাই ?" আমি ব'লব, "কেন ভাই, তোমায় ব'ল্‌ব কেন ভাই ?"

চিন্তা। কেন ভাই, ব'ল্‌বে না ভাই ? আহা, আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল ! এখন যে ভাই, তুমি কথা ক'চ্চ না ভাই ?

রাখাল। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ভাই ?

চিন্তা। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তবে তুমি বল ভাই,—কৃষ্ণকে ভালবাস, কি আমায় ভালবাস ?

চিন্তা। আহা ! আমি অভাগিনী প্রেম-হীনা ! আমি কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবাসব ?

রাখাল। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও, কি আমাকে চাও ভাই, বুঝেছি ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও ভাই ; আমি চল্লুম ভাই।

চিন্তা। যাও কেন ভাই ? শোন না।

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেছ—ঠিক্ কথা বল,—কৃষ্ণকে চাও, কি আমায় চাও ?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই ; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। আহা,আহা,কি সুন্দর রাখালের ছেলেটিরে—যেন ব্রজের বালক !

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর ! ভাব বল্লে, তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে ? আমায় দাও পুঁট্‌লী কাড়িয়া লওন

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন ?

ভিক্ষুক। সত্যি ; দেখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি ! (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে ? হাত, পা, মন ত আমার।

রাখাল। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম ; আর গেরো দোব না। দূরে পুঁট্‌লী নিক্ষেপ

চিন্তা। কেন, ভাই, তুমি যে আর একজনের সঙ্গে ভাব ক'চ্চ ?

রাখাল। কেন ভাব ক'র্‌ব না ভাই ?

চিন্তা। তবে যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখাল। যাব ? তবে যাই ; আর খুব না ডাক্‌লে আসব না। প্রস্থানোদ্যত

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখাল। না, আর দাঁড়াব না।

ভিক্ষুক। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা, যাক ; ক্ষিদে টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষুক। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম ;—দেখ, সেই পাগ্‌লীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ,—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা ক'র্‌বেন ; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হ'চ্চে। আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় ! মা আমার কার সঙ্গে কথা ক'চ্চে ;—ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে !

ভিক্ষুক। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিল্লে লাগ্‌লেও লাগতে পারে ; বেটী কি রকমে ফির্‌চে।

পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ

পাগ। বাবা, চল যাই ; আর কেন বাবা ? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা,আর ত কাজ বাকী নেই ; চল, যে কাজে এসেছি,সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থা'কৃতে পারি নি ; বাবা, আমার মন কেমন করে বাবা ; দেখ দেখি, কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ! আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা ! আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে !

চিন্তা। মা, করুণাময়ি মা, সত্যি তুই আমার মা ! দয়াময়ি ! আমায় ত ভোল নি ?

পাগ। ও মা, আমি নই মা ; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোকে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি ; তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে ? আমি মহাপাতকী ;—রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া ক'র্‌বেন ?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া ক'র্‌বেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম!—
প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে,—
তাহে অনুতাপ প্রবল অনল—
দিবানিশি দহে।
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব?
পিতা,
কৃপা ক'রে বল না, উপায়।

সোম। মা, আমি হীন; আমি কি উপায় ক'র্‌ব? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন; তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু; যখন তুমি ব'ল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহা-পাতকী; আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু, সাধু কারও অপরাধ লন না।

চিন্তা। দেখ' বাবা, আমার অদৃষ্ট-দোষে গুরুবাক্য যেন বিফল না হয়। বাবা, ব'লে দিন্—তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দাবনে আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান ক'চ্চি, কোথাও তাঁর দর্শন পাইনি।

পাগ। তুই দেখা পাস্‌নি? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন মা, আমার মেয়ে; তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আ'স্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি,—আর ত মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না, তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আস্‌ব। ও মা, সেখানে কাঁদতে পা'র্‌ব না; লজ্জা করে মা—লজ্জা করে।

ভিক্ষুক। মা, তোর ব্যাটাকে যে ভুলে গেলি।

পাগ। ভুলব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম,—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখনচোরকে চুরি ক'র্‌বে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি—চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে থাক; আমি গোবৰ্দ্ধন প্রদক্ষিণ ক'র্‌ব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ-বেটীতে হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাব। আর থা'কৃব না, আর কি ক'ত্তে থাক্‌ব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান

শিষ্যগণের গীত

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খাম্‌শা

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা,
জয় গোবৰ্দ্ধন—চেতনশীলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক-ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

বিল্বমঙ্গল আসীন

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে; আমি কোন মতেই তাকে ভুল্‌তে পাচ্চি নি। আর মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন ক'র্‌বি কি করে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির কত্তে না পারি, ত আত্মহত্যা ক'র্‌ব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে করে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা ক'চ্চ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হ'চ্ছে—সে এল! আমি কি ক'র্‌ব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি, মন আমার যে তার জন্যই লালায়িত। শুনেছি, একুশ দিন অনাহারে থাক্‌লে প্রাণ বিয়োগ হয়; আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি—প্রাণ যায়, যাবে। না,—সে রাখাল ছোঁড়া আমায় ম'র্‌তে দেবে না, সে বারণ ক'ল্লে আমি মর্‌তে পা'র্‌ব না। আমি এই ধ্যানে বসলুম। আর উঠ্‌ব না; সে এলে মর্‌ব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!—দেখ, একি হ'ল! "কৃষ্ণ" ব'লে ডাক্‌তে "রাখাল" বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি, আর একবার দেখ্‌ব। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে, এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হ'তেও সাধ হয় না—তার কথা শুন্‌তে পাব না। চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হ'চ্চে; রাখাল বালকটি কেমন, একবার দেখতে পেলুম না। দেখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাবছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!

রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ? আমি দুধ হাতে ক'রে সাত দিন বেড়াচ্চি, তুমি মারতে আস ব'লে ভয়ে আসতে পারিনি।

বিল্ব। রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন?

রাখাল। তুমি যে ভাই অনাথ! আমি যে ভাই অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস?

রাখাল। এই দেখ্ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ!—(প্রকাশ্যে) রাখাল, রাখাল, আয়রে প্রাণের রাখাল—আয়!—

রাখাল। না ভাই, যাব না ভাই,—তুই যে ধ'রবি ভাই।

বিল্ব। কই, আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাই নি।

রাখাল। আয়, রোদে ব'সে আছিস্, ছাযায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি ত দেখ্‌তে পাই নি।

রাখাল। আয়।

বিল্বমঙ্গল কর্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ

বিল্ব। আর ত ছাড়ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি!

রাখাল। আমার কচি হাত,—ছাড়, ছাড়, লাগে।

বিল্বমঙ্গল কর্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন

এই—এই ত ছেড়ে দিযেছিস্।

পলায়ন

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে;
সেই প্রেমে—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে;

পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্ কথা ?
ধরিব তোমায় ;
দেখি, পারি কিবা হারি, হরি !

রাখাল। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু ;—কই ধর্ দেখি ?

বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন

রাখাল। দেখ্ দেখি, কেমন সেজেছি ! চা',—তোর চোখ হ'য়েছে।

বিল্ব। আহা, আহা, মরি মরি ! নয়ন, দেখ্—তোর কত দেখ্বার সাধ !

নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম ॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী-মোহন তান।
কুসুম-ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী-প্রাণ ॥
শ্রীপদপঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দীন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব—রব,
প্রেমমাধুরী লীন ॥

রাখাল। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্ছে ; আমি লুকুই। তোর কাছে কেঁদে আস্চে, ভাই, তুই থাক্। আমি এইখানে আছি, ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেল্ব।

বিল্ব। না দয়াময়, আর কারুকে প্রয়োজন নেই।

রাখাল। না ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে, ভাই, আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্যে কাঁদবে?

রাখাল। তুই কেন ভাই, দেখ্ না। তুই এখানে ব'স্; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দেখ্—ওরা আস্‌চে।

প্রস্থান

নিমীলিত-নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান—বণিক ও অহল্যার প্রবেশ

বণিক। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে? সে ব'লেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমায় "মা" বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই নি।

নেপথ্যে রাখাল। মা!

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে রাখাল। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ওইখানে ব'স।

অহল্যা। আহা রাখাল ব'ল্‌চে, এইখানে ব'স্‌তে।

নেপথ্যে রাখাল। হ্যাঁ, ব'স; কৃষ্ণ এলেই তোমায় ব'ল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা। কি রূপ দেখলুম! রাখালরাজ, রাখালরাজ!

চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ

পাগ। তুই যা মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। (ভিক্ষুকের প্রতি) বাবা, ব'স্—চুপ ক'রে ব'স্! এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষুক। আর কেন, মা?

পাগ। নিবি নি? তা, না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পা'স্ ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা—আচ্ছা মা।

সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্ম বেশ্যা ও লম্পট ভাণ মাত্র। (বিল্বমঙ্গলকে দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ! বেশ্যা লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন ক'র্ব্ব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাঁকে লম্পট ব'লেছি, যাঁকে বেশ্যা ব'লেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম। আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণদর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)

চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী,
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি,
আজি হ'য়ো না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর, গুণধাম,
হের প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারীবধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
আকিঞ্চন, করিব হে কৃষ্ণ-দরশন
তব কৃপা-বশে প্রভু!

বিল্ব। আ-হা হা? কৃষ্ণনাম আমায় কে শোনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) এ কি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্ব-মোহিনি, আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম করণ)

চিন্তা। প্রভু, আকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'র না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার;—আমায় ব'লেছিলে, আমি

যা চাই, তুমি দিতে পার ; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও ; না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাক্‌বে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিতপাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না না, হৃদয় আমার শূন্য ; জান ত,—হৃদয় আমার পাষাণ। মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব ?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা, কৃষ্ণ, দেখা দাও ; ভক্তবৎসল ! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে রাখাল। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হায়, আমি চিনেও চিনি নি। প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেম-শূন্য, তুমি জান ত ,—নিজগুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে রাখাল। মা, দেখ।

পট পরিবর্ত্তন

দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি

সকলে। জয় রাধে ! জয় রাধাবল্লভ !

বণিক। আ-হা-হা !

অহল্যা। বাবা, চাঁদমুখে আর একবার 'মা' বল।

চিন্তা। দেখ্‌রে প্রাণ ভরে দেখ্‌ !

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন।

ভিক্ষুক। মাখন-চোর, তোমায় চুরি ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই আমার চুরি-বিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা, আমার কান্না পাচ্চে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল বাবা, যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকি; দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনীবল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলের গীত

সিন্ধুড়া—ধামার

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে, রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয়ত এ অনুভবে,
দেখ্‌বে যখন—নীরব রবে,
এমন সাধের রতন সাধ কর নি, না জানি রে তুই কেমন।
(দেখ) তেম্‌নি করে মোহন বাঁশরী,
তেমনি বামে ব্রজেশ্বরী প্রেমের কিশোরী,
তেম্‌নি গোপী তেম্‌নি খেলা—শুনেছিলি রে যেমন॥

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬